প্রথম প্রকাশ
মহালয়া
আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রকাশিকা :
মীরা চক্রবর্তী
"নিরালা"
৪০৪ পূর্বসিঁথি রোড
কলকাতা ৭০০ ০০০

মুদ্রক :
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

পুত্র ও কন্যা

ইন্দ্রনীল ও সোমা-কে

পিতৃহৃদয়ের

কবোষ্ণ আশীর্বাদ

॥ রচনাকাল : ১৩৮৬-১৩৯০ ॥

● লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ●

কবিতা

নির্বাসন

ঝর্ণা-মন

রঞ্জিত ফাল্গুনে

স্মৃতিবিস্মৃতির গান

প্রবন্ধ

সাহিত্যের অধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ

সমালোচনা

তিরিশ-পরবর্তী বাংলা কবিতার দিক্‌চিহ্ন

সূচীপত্র

প | রি | ক্র | ন্ত অ | ন্ধ | কা | র

PARISHRUTA ANDHAKAR

নদীর শরীর ছুঁয়ে

নদীর শরীর ছুঁয়ে কোনো কথা বলোনা কখনো।
নদী বড়ো প্রতারক, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঠিক নিয়ে যাবে
সেই কথা দিকে-দিকে, গ্রাম-গঞ্জ-শহর পেরিয়ে ;
রবেনা গোপন রাখা কোনো কিছু, যা লুকোতে চাও।

নদীর শরীর ছুঁয়ে কোনো কথা বলোনা কখনো।
নদী বড়ো অভিমানী ; দুইবেণী কিশোরীর মতো
মুখ সে ঘুরিয়ে নেবে, ফেরাবেনা শত অনুনয়ে ;
ডাগর দু'চোখ মেলে তাকাবেনা আর কোনোদিন।

নদীর শরীর ছুঁয়ে কোনো কথা বলোনা কখনো।
নদী বড়ো মায়াময়ী, ছল ক'রে বুকে টেনে নেবে—
বুকেরও অতলে নেবে, ছলাচ্ছল যৌবনের টানে ;
নদীর নিকটে যেও, নদীকে ছুঁয়োনা কোনোদিন।

নদীর শরীর ছুঁয়ে কিছু বলা বড়ো ভয়ঙ্কর।

জলের প্রতিমা : গঙ্গা

জলের প্রতিমা তুমি। শুধু জল, ধু-ধু জলরাশি....
সেদিকে তাকাই আমি, গৌড় থেকে গঙ্গাসাগরের
যে-কোনো সুদূর প্রান্তে, তোমার প্রতিমা জাগরিত
জলের শরীর নিয়ে। কুলুকুলু কুলুকুলু স্বরে
তোমার প্রাণের স্পর্শ জেগে থাকে আমাদের ঘরে।
তোমার সন্তান আমি ; তোমার সঙ্গীতে মুখরিত
আমার সমগ্র সত্তা ; জন্ম থেকে মৃত্যু-দিগন্তের
সব স্বপ্নে খুঁজে পাই তোমারই অম্লান শুভ্র হাসি।

আমার রক্তের স্রোতে প্রবাহিত তোমার কল্লোল
আজও স্পষ্ট শুনতে পাই, শুনেছেন একদা যেমন
আমার প্রপিতামহ কিংবা আরও আগের পুরুষ
আপন রক্তের স্রোতে কান পেতে ; একদা যেমন
শুনতে পাবে, আমি জানি, অনাগত যুগের পুরুষ
আপন রক্তের স্রোতে প্রবাহিত তোমার কল্লোল।

পবিত্র শরীর নিয়ে আমাদের ছুঁয়ে বারেবারে
জলের প্রতিমা, তুমি ফিরে যাও জলেরই সংসারে।

আ মরি মাতৃকাননী : গঙ্গা

প্রাণের গভীরে তুমি প্রবাহিতা রয়েছো জননী
অতীত আগামী জুড়ে ; আমাদের রক্তকণিকায়,
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, ঘুমে, জাগরণে, প্রতি পদক্ষেপে
তোমার জননী-সত্তা স্পন্দমান কী-দীপ্র আভায় !
যত দৃশ্য চোখ দ্যাখে, মুগ্ধ কান শোনে যত ধ্বনি—
সমস্তেই ব্যাপ্ত হ'য়ে আছো তুমি ; সারা দেহ ব্যেপে
যত তীক্ষ্ণ অনুভূতি জেগে ওঠে, যত তীব্র দাহ
এই মন পুড়ে ফ্যালে প্রতিক্ষণ, তোমার প্রবাহ
সব কিছু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সান্ত্বনার গান গেয়ে যায় ।

আমাদের জীবনের রক্তক্ষয়, বিপুল সংঘাত,
সব ক্ষতি, সব দুঃখ, অস্তিত্বের সব হাহাকার,
তোমার স্নেহের স্পর্শে সুগভীর অর্থ খুঁজে পায় ।

আমরা নতুন ক'রে বেঁচে উঠি প্রতি দিনরাত—
সব স্বপ্ন খুঁজে পাই তোমাতেই আমরা আবার ।

স্বীকারোক্তি

দুঃখের অমলপদ্ম চিরকাল ফোটাতে চাই না
হৃদয়ের শান্ত হ্রদে ; কিন্তু সুখ, প্রমত্ত উল্লাস
পেতে চাই আমি এই পৃথিবীর কাছে ; না, চাই না
শ্রাবণের মেঘে-মেঘে অন্যমনা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস।

দুঃখের ছায়ায় শুয়ে কত দিন স্মৃতিচারণায়
কেটেছে বিধুর সন্ধ্যা, স্বপ্নাচ্ছন্ন স্থবির দুপুর ;
কত ইচ্ছা....কত স্মৃতি....অন্ধকার তীব্র বেদনায়
চেতনার বেহালায় বাজিয়েছে বেহাগের সুর।

এ সকলই সত্য ছিলো একদিন ; কিন্তু আমি আজ
অন্য এক অভীপ্সার অন্বেষণে মত্ত হ'য়ে আছি।
অন্য এক মরীচিকা, হয়তোবা মরীচিকা নয়
আমাকে ছুঁয়েছে আজ ; জীবনের হারানো অম্বর
ফিরে পেতে চাই, বুঝি তাই নৈঃশব্দ্যের কাছাকাছি
ব'সে থেকে পাঠ করছি জীবনের দিনান্ত-নামাজ।

এপিসোড

নিঃসঙ্গতা ভালোবেসে আমি এই অদ্ভুত সংসারে
কিছুদিন বেঁচে থাকবো। সবচেয়ে করুণ বিষাদ
বকুলমালার মতো হৃদয়ের গলায় দোলাবো।
সবচেয়ে গাঢ় সুখ খুঁজতে গিয়ে যন্ত্রণাকে পাবো,
জীবনের সবচেয়ে নিগূঢ় যন্ত্রণা....যে-নিষাদ
রক্তস্রোতে চ'লে আছে, তার ঘুম কে ভাঙাতে পারে ?

আমাকে প্রেমিক ভেবে ফাল্গুনের যুবতী পৃথিবী
মন্দারপুষ্পের রেণু সারাদেহে অবহেলাভরে
মেখে আসবে সন্নিকটে। আমি হবো বিবাগী বাউল।
কাঞ্চনবিলাসী হাওয়া চেতনার বাগানের ফুল
ঝরাবে, ঝরাবে শুধু। অনুভবে এক চিরজীবী
মাতাল আনন্দচিহ্ন রেখে যাবো অমর্ত্য প্রহরে।

তারপর একদিন চ'লে গেলে হয়তোবা কেউ
আমাকেই খুঁজে ফিরবে বুকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঢেউ।

জীবন বইছে, ভাখো

জীবন বইছে, দ্যাখো কবিতার মতো স্নিগ্ধতায়
আমাদের চারিদিকে। শোক-দুঃখ-ঘৃণা-ক্লান্তি-ভয়
এক হ'য়ে আয়ু পাচ্ছে। গোধূলির মেঘের পাহাড়
রক্তের রহস্যে রাঙা—অন্ধকার রাত্রির আকাশ
কুটিল হিংসার মতো ভয়ঙ্কর। দীর্ঘ বারোমাস
পৃথিবীর পথ হেঁটে মানুষেরা এক যন্ত্রণার
পদাবলী গেয়ে চলছে। অর্থহীন সব অবক্ষয়
দূর হ'য়ে তবু প্রাণে জন্ম নিচ্ছে প্রেম, মমতায়।

স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছো এই সব স্মৃতির ক্রমিক
জন্ম থেকে জন্মান্তরে অনুস্যূত বেদনার মতো
আদিহীন অন্তহীন এক আর্ত ধ্রুব অবিরত
অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে হৃদয়ের সব ক'টি দিক।

অথচ আশ্চর্য : এই জীবনের শেষ অন্ধকারে
আমরা সকলে দীপ্ত, এক হ'য়ে মরণের পারে।

গ্রাম্য জীবন

গ্রাম্য জীবন বইছে আমাদের চারিদিকে আজও।

তেমনই হাসির শব্দে খলখল নতুন বউয়েরা
আসিছে শ্বশুরালয়ে; তারপর ঘরকন্নায়
হ'য়েছে নিমগ্ন তা'রা। নীরবে নদীটি ব'হে যায়—
দুই তীরে বাড়িঘর কী-নরম ছায়া দিয়ে ঘেরা।

ধানের গোলার পাশে চাষীদের ছেলেদের ভিড়
আগের মতোই আজও নেত্রসুখকর; নিস্তব্ধ দুপুরে
ঝিমায় সমগ্র গ্রাম। আলস্যের বেহাগের সুরে
ঘুমন্ত গ্রামের ছবি কী-গম্ভীর, প্রশান্ত, নিবিড়।

হয়তো গ্রাম্য জীবন চিরায়ত। এদেশে ওদেশে
তাই তার একই রূপ। শুধুমাত্র কখনো-সখনো
সামান্য পরিবর্তন ঘটে তার; কিন্তু অবশেষে
সে-চিহ্নও লুপ্ত হয়, ব্যবধান থাকে নাকো কোনো।

বইছে জীবন গ্রাম্য, আমাদের চারিদিকে আজও।

একাকী হৃদয়

একাকী হৃদয় কেঁদেছে কত না যুগ
রাত্রির রক্ত মেখে নিয়ে দুই চোখে !
তাই দেখি আজো বিদীর্ণ ক'রে বুক
যৌবনী মন কেঁদে ওঠে সেই শোকে ।

দুরন্ত প্রেম ফাল্গুনী অভিলাষে
কবে যেন ভয়ে ছুঁয়ে গেছে এই প্রাণ ;
পৌষের ভোরে শিশির-সিক্ত ঘাসে
শোনা যায় তাই অনাহত সেই গান ।

যদিও এখন কিছুই পড়েনা মনে—
বিগত যুগের বৈরিণী মৃতসাধ
তবুও জাগায় আয়ুর গহন বনে
দুরযানী সেই স্মৃতির আর্তনাদ ।....

স্মৃতিচারণের গান

স্মৃতির রাখাল হৃদয়ের গোঠে-গোঠে
আজও গেয়ে ফেরে ফেনার সেই গান—
তাই জেগে আছে গোধূলির রাঙা ঠোঁটে
প্রথম প্রেমের বৈরিণী সম্মান।

অনাহত সাধে ম'রে গেছে সেই কবে
দূর দিগন্তে দুঃখের রেখা রেখে ;
তবুও আয়ুর নির্জন বৈভবে
বিগত স্মৃতিরা এখনো যায় যে ডেকে।

একাকী হৃদয় কাঁদে, হাসে খলখল ;
স্মৃতির প্রবাহ জ্বালে শুধু বারেবারে
বিগত ব্যথার দাউদাউ দাবানল
মনের বনের গহন অন্ধকারে।

স্মৃতির গোধূলি

কোথায় এলাম আমি! চারিদিকে স্মৃতি আর স্মৃতি।
যত দূরে চোখ যায়, যত দূরে মনে-মনে যাই,
কেবলই স্মৃতির দৃশ্য...স্মৃতি আর স্মৃতি; বুঝি তাই
সে-ও আজ শুয়ে আছে মেনে নিয়ে সংসারের রীতি
এই শান্ত শীর্ণতোয়া নদীটির স্নিগ্ধ উপকূলে
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে। এবং রজনীগন্ধা ফুলে
অতীতের চিহ্ন খুঁজে বীতরাগ; ফাল্গুনের হাত
যদিও ছোঁয়নি তাকে, তবু দূরে স্বপ্নের প্রপাত
ধুয়েছে সুদীর্ঘকাল তার আর্ত দেহ আর মন
সুখ-দুঃখ ঘৃণা-প্রেমে; যৌবনের সান্দ্র কথাকলি
তাই সে গায়না আর। হায়রে, সে-ভুবনভ্রমণ
হ'লো না হ'লো না বুঝি আর তার মুগ্ধ পদাবলী
বেঁধে নিয়ে ধূ ধূ রিক্ত অনুভব!

বলো, আর কবে
স্মৃতির গোধূলি তার দীপ্ত হবে মিলনী উৎসবে!

স্মৃতি-শঙ্খ

স্মৃতির শংখ বাজে স্মৃতির দুয়ারে।
যৌবনের যন্ত্রণার মরু-পরপারে
তাকে খুঁজি ভুলে-যাওয়া পথে ;
বিস্মৃতির গভীর অন্ধকার হ'তে
হাওয়া আসে, হাওয়া ; আর,
চেতনার চারিদিকে জেগে ওঠে তীব্র হাহাকার।

তবুও স্মৃতির শংখ বাজে, তবু বাজে
অনুক্ষণ ; কাজে কিংবা অকাজের মাঝে
হয়তো এখনো তাই তাকে মনে পড়ে—

একদা যে ফিরে গেছে একাএকা গান গেয়ে সন্ধ্যার প্রহরে।

অজ্ঞাতবাসের লেখা

১.

এই গাঢ় নীলবর্ণ আকাশের দিকে
তাকিয়ে-তাকিয়ে আর দু'চোখ ফেরেনা ;
রূপময়ী প্রকৃতির রূপের নিরিখে
শুধুমাত্র বেড়ে যায় হৃদয়ের দেনা ।
সুন্দর মেঘের নৌকো দীপ্ত পাল তুলে
উড়ে যায় স্বপ্নময়, দূর হ'তে দূরে... ....
এই স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখে সব দুঃখ ভুলে
শান্তি খুঁজে পায় মন উদাস দুপুরে ।

সব স্মৃতি সুপ্ত আছে আকাশের নীলে,
সব ইচ্ছা ; ফাল্গুনের বিহ্বল আবেশ
অলৌকিক ফুল হ'য়ে প্রাণের নিখিলে
রেখে যায় কী-গভীর সুরভিত রেশ !

কোথাও যাবো না, আমি কোথাও যাবো না
এই দৃশ্য ছেড়ে, ছুঁয়ে মৃত্তিকার সোনা ।

২.

মেঘের ওপরে মেঘ, মেঘের ওপরে
ছায়া ফে'লে উড়ে যায় কালো প্রজাপতি—
আমি এই পৃথিবীর কবিতার ঘরে
নামিয়েছি বিচ্ছেদের চিরন্তন গতি।
চেয়ে আছি শূন্যমনে আকাশের নীলে
সেই কোন্ অতীতের দিনরাত্রি থেকে।
কত চিত্র ফুটে ওঠে স্মৃতির নিখিলে—
কত পাখি উড়ে যায়, ফিরে যায়, ডেকে!

ঘাস-লতা-ফুল-ফল স্পর্শ করি ; আর,
বাঙ্লার গ্রামে-গ্রামে এলানো দুপুরে
একাএকা পথ হাঁটি। স্বপ্ন ফেনার
স্পর্শ পেয়ে মন কাঁদে বাউলিয়া সুরে।

ফাল্গুনের গোধূলিতে লাজুক জোনাকি,
চাঁদের আলোর প্রেমে লজ্জা পায় নাকি?

৩.

কাঁদো, ঝরো, বুকে নাও রুদ্রাক্ষের মালা,
তবুও পাবে না শান্তি ; উদাস পৃথিবী
যথারীতি বেঁচে থাকবে অমল উদ্ভাসে।
মান্দাস ভেলায় ভাসবে কেউ-কেউ ; অন্যরা
তীর থেকে তীর হ'য়ে শুধু ক্ষণজীবী
যৌবন পুড়িয়ে যাবে কামাতুর শ্বাসে।

কোন্ দুঃখ বুকে নেবে ? কোন্ দুঃখে তুমি
ভোরের নদীর মতো নিস্তরঙ্গতায়
ব'হে যাবে অন্ধকার মরণের দিকে ?
আমি যে বিরহী যক্ষ ; মনে মরুভূমি
নিয়ে বাঁচি চিরদিন। তীব্র বেদনায়
প্রেমের মূল্যকে খুঁজি শিল্পের নিরিখে।

জীবনমৃত্যুর লগ্ন যন্ত্রণার ঝড়ে
কেঁপে ওঠে বারবার অন্তিম প্রহরে।

৪

ঢেউ দাও আকাঙ্ক্ষায়, ঢেউ দাও অনূঢ়া যুবতী—
জীবনকে চিনে নিই ; পৃথিবীর সতী ও অসতী
সমস্ত মেয়েই এক। যৌবনের প্রমত্ত দাবিতে
প্রত্যেকেই দিশেহারা, অথচ প্রেমের মূল্য দিতে
কুণ্ঠার অবধি নেই। হৃদয়ের গহন-গভীর
কামনার অভীপ্সায় মজ্জমান...উন্মাদ...অস্থির
যদিও বা সকলেই, তবু দ্যাখো, রূপের হিংসায়
প্রতিক্ষণ খুঁজে মরে যুথভ্রষ্ট অস্তিত্বের দায়।

প্রবৃত্তির শব তীব্র বিষে ভরা ; যারা একবার
স্পর্শ করে সেই শব, তাদের সমস্ত শুদ্ধতার
মুহূর্তেই মৃত্যু হয়, ঝ'রে যায় রূপের বৈভব।
পৃথিবীর কোটি-কোটি রূপসীর কামনার শব
স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, হে যুবতী, তোমার শরীরে।

ঢেউ দাও, তীব্র ঢেউ, আকাঙ্ক্ষার মেঘনার তীরে।

মুকুর

হৃদয়ের অরণ্যের সব থেকে অমৃত্যুব শাখায়
আত্মাশ্রয়ী এক স্মৃতি গর্ভবতী যন্ত্রণার মতো
নিথর বিহ্বল সেই বীতরাগ বীতশ্রম ক্ষণে
আয়ু পায়। আর, রিক্ত মনান্তরে বিরহের শব

নাতিশ্বেত উত্তরীয়ে ঢেকে রেখে, ভবিষ্যের মালা
গেঁথে চলে প্রহরের শিল্পী। অযুত নিখিলময়
পুষ্প-বৃক্ষ-স্বপ্ন-স্মৃতি-জন্ম-মৃত্যু, শিল্প ও সভ্যতা
সমস্তই যেন গাঢ় আকাঙ্ক্ষার নিষ্ফল রোদন।

অর্পিত হৃদয় তবু খোঁজে তাকে হারানো সংকেতে
আত্মমগ্ন দিনান্তের উপকূলে ; বিলুপ্ত আশ্লেষ
ম'রেও মরে না। হায়, নর্মদাহ অনাদি আদিম
কামনার দায়ভাগে বেঁচে থাকে দৈহিক ক্ষুধায়!

কল্পসুখ

অশান্ত নদীর বুকে ঢেউ দুলে ওঠে
আমার ইচ্ছার মতো ;
আর, মল্লিকা ফুলেরা সব ফোটে
স্বপ্নের উঠোনে বাগানে ।
বুঝি তাই আজও অবিরত
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভেসে যাই স্মৃতির উজানে ।

কখনো দুঃখের দাহে
সবকিছু জ্বলে-পুড়ে যায় ।
কিন্তু তবু মনে হয় : ভালো, ঢের ভালো
সে-আগুনে পুড়ে মরা ; দুরন্ত প্রবাহে
বাসনার নীল শব যন্ত্রণার নদীতে হারায়—
তবু সেই কল্পসুখে দুই চোখে নামে স্নিগ্ধ আলো ।

যৌবন যন্ত্রণা

অপেক্ষায়-অপেক্ষায় রাত্রি কাটে, প্রেমিক আসেনা।
দক্ষিণের গন্ধাতুর বাগানের বেলী-চাঁপা-হেনা
একে-একে ঝ'রে যায় ফাল্গুনের বিরল প্রহরে।
যৌবন-যন্ত্রণা কাঁদে আশাহত হৃদয়ের ঘরে।

মধ্যরাত্রে হাওয়া আসে দিগন্তের পরপার থেকে।
হাওয়া এসে ভেঙে পড়ে চোখে মুখে, সমস্ত শরীরে—
পূর্ণিমার মত্ত জ্যোৎস্না বিরহার্ত স্বপ্ন দ্যায় এঁকে
হৃদয়ের স্বপ্ন সাধে, বাসন্তিক বাসনাকে ঘিরে।

প্রেমিক আসেনা তবু; প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় কাটে
দুঃখিত প্রহরগুলো। সুগভীর বিষাদের সুর
মনের সেতারে বাজে থেকে-থেকে দীর্ঘ রাত্রি ধ'রে।

অবশেষে সূর্য এসে স্পর্শ করে রাত্রির কপাটে।

সব সাধ মুছে ফে'লে, স্নিগ্ধ ভোরে, বেদনাবিধুর
রৌদ্রালোকে তার অশ্রু শিশিরের মতো ঝ'রে পড়ে।

অভিজ্ঞান যন্ত্রণায়। প্রেমে আছে সন্দীপনী সুরা।
মজ্জমান হৃদয়ের চারিধারে শোকের পাতাল
রচিয়াছে চক্রব্যূহ; কবে এই অন্ধকার থেকে
মুক্তি পাবি, রে আমার যৌবনের আকাঙ্ক্ষা মাতাল?

একের বেদনা যেন অন্যের চপল কৌতূহল;
অভীপ্সার ধারাপাতে স্নিগ্ধ হয় আদিম মন্ত্রণা।
মৃত্যুর কুহকে তবু অর্বাচীন আগামী অতীত—
এবং যৌবনে যেন অর্থবহ শুধুই যন্ত্রণা।

তবু তাকে ব'লে দিও, হে আমার নিঃসঙ্গের সঙ্গ—
তাকে চাই, তাকে চাই....। নিয়তির নির্দেশের দাহ
তাকেই রেখেছে জ্বেলে যৌবনের জ্বলন্ত জঠরে
অহর্নিশ। (আকাঙ্ক্ষার সমুদ্রে কী-উত্তাল প্রবাহ!)

মৃত্যুকে শিয়রে রেখে যে-মেয়েটি কাঁদে অবিরত,
প্রণয়ে ঘনিষ্ঠ সে-ও আত্মম্ভরী অমিতার মতো।

জন্মদিনের কবিতা

মণিকা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। এমন দুর্দিন
জীবনে আসেনি আর ; চেতনার নৌকোর মাস্তুল
ভেঙে গিয়ে আকাঙ্ক্ষার কী-বিপন্ন সমুদ্রের বুকে
নির্বাসিত হ'য়ে আছি। চতুর্দিকে স্মৃতিচিহ্নহীন
উত্তাল ঢেউয়ের নৃত্যে হারানো দিনের শত ভুল
শেল হ'য়ে বুকে বিঁধছে যৌবনের গভীর অসুখে।

স্বপ্নগুলো ভেঙে যাচ্ছে প্রতিদিন নির্মম আঘাতে
স্বপ্নঘাতী পৃথিবীর। কলুষিত জীবনের দাবি
জঘন্য, জান্তব অতি। প্রবৃত্তির তীব্র হাহাকার
টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ছে কামনার হিংস্র তীক্ষ্ন দাঁতে
প্রতিটি মুহূর্তে আজও। একমনে তাই শুধু ভাবি :
কোথায় হারালো শুভ্র কৈশোরের শান্ত অঙ্গীকার !

মণিকা, তোমার মনে অতীতের কোনো স্বপ্ন-ছায়া
দাউদাউ শিখা হ'য়ে জ্বলে না কি প্রতি দিনরাত
অস্থির স্মৃতির মতো ? কোনো সান্দ্র আর্তি থরোথরো
আবেগের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কাঁপায় না দেহ ? কোনো মায়া
যৌবনের পিপাসায় হানে না কি হৃদয়ে আঘাত ?

মণিকা, আমাকে তুমি এই সব ভেবে ক্ষমা করো।

ভুলে যাই প্রাণনীতা, ভুলে যাওয়া আমার স্বভাব।

রক্তের গভীরে দ্রুত প্রবাহিত তীব্র ইচ্ছাগুলো
আমাকে কাঁদায় আজও ; যৌবনের অনন্ত অভাব
ধ্বংসের গভীরে টেনে নিয়ে যায়। বীতস্পৃহ ধুলো
যেমন ধূসর চক্রে উড়ে-উড়ে-উড়ে-উড়ে আত্মমুগ্ধ হয়,
আমার হৃদয়ও আজ তেমনই তন্ময়।

বিমুগ্ধ ইচ্ছার লগ্নে তোমাকে পাই না।
সম্পূর্ণ ফাল্গুনমাস নিরর্থক, ব্যর্থ হ'য়ে আসে
বিপ্রলব্ধ হাহাকারে ; অমাবস্যা অন্ধকারে যে-করুণাহীনা
তৃষ্ণাগুলো শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জ্ব'লে ওঠে, ভালোবাসে
ভয়ঙ্কর প্রেমে, কামে, দাবানলে—স্মৃতির প্রান্তরে
সেই সান্দ্র তৃষ্ণাগুলো নিরন্তর ঘর ভাঙে, গড়ে।....

চিরদিন একইভাবে বেঁচে থাকা বিরহের মতো
বেদনাবিধুর ব'লে মনে হয় ; অথচ তোমার
সুন্দর বিষণ্ণ মুখে কত স্বপ্ন খুঁজে পাই আমি অবিরত।
কত ছবি, বাসনার বেদনায় কত হাহাকার
তোমার আয়ত চোখে জ্ব'লে উঠে ফের নিভে যায়।

আমাকে কাঁদায় আজও, প্রাণনীতা, প্রেমিক ফাল্গুনমাস
আমাকে কাঁদায়।

কার্ত্তিক

১.

ফিরে এসো, ফিরে এসো, সোনালিয়া, সমুদ্রের বাঁকে
হারিয়ে যেওনা আর। আমার চোখের শান্ত হ্রদে
কত জল, একবার চেয়ে দ্যাখো চোখ মেলে। তুমি
এবার অপ্রেম থেকে চিরতরে প্রেমে ফিরে এসে
আমাকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তোমার হৃদয়ে নাও। যাকে
এতকাল যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী ক'রে তুমি
সুখী ছিলে, এইবার দেহেমনে তাকে ভালোবেসে
মুক্তি দাও, থামো তার মনের উঠোনে ভীরু পদে।

২.

আমাকে প্রেমের থেকে অপ্রেমের হাতে সঁপে দাও
এইবার, সোনালিয়া। 'এজোলিয়া' ফুলের মতন
হৃদয়ে সৌরভ ছিলো যত, এইবার মুছে নাও
তোমার হৃদয়ে ; আমি দুঃখের পাতালে নেমে, মন
কান্নায় প্রমুগ্ধ করি। তারপর আকাশের চোখে
চোখ রেখে, মন রেখে সমুদ্রের অতল গভীরে—
প্রেমের প্রগাঢ় ছবি মুছে ফে'লে, অনিরুদ্ধ শোকে
একাএকা বিস্মৃতির একক আশ্রয়ে যাই ফিরে।

সুস্মিতা-কে

১.

যখন জমেছে গাঢ় নীল অন্ধকার
হৃদয়ে আমার,
ভ'রে গেছে রাত্রিদিন বিপ্রলব্ধ দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসে,
তখন যে কে আমায় এমন নিবিড় ভালোবাসে,
জানিনা জানিনা, আহা!
সুস্নিগ্ধা, সুস্নিগ্ধ তোর মন
আমাকে ছুঁয়েছে যেন ফাল্গুনের সন্ধ্যার মতন।

২.

দিনের মমতা নিয়ে জেগে থাকে রাত্রির শিয়রে
আমার বিনিদ্র প্রাণ ;
জানি আছে তোর প্রেমে স্মৃতি অফুরান।
যুগ যুগ ধ'রে
সেই স্মৃতি আমাকে যে কত ব্যথা হানে
বাসন্তিক দুর্নিবার গানে!
তাইতো সুস্নিগ্ধা আজও স্বপ্ন দেখি। যদিও আমার
বিষণ্ণ চোখের কোলে জ'মে থাকে যন্ত্রণার কালিমা অপার।

ঝিহুক ঝিরিক

বেসেছিলাম তোমাকে আমি ভালো।
কিন্তু সেই ভালোবাসার দাবি
মানেনি কেউ, মানেনি সংসার—
আজকে কেবল সেই কথাটাই ভাবি।

চলেছিলাম তোমার পথে একা
আপনমনে বিজন সন্ধ্যাবেলা ;
হঠাৎ দেখি দূরের আকাশ ব্যেপে
নিবিড় কালো সজল মেঘের খেলা।

হলোনা যাওয়া, হলোনা যাওয়া সখি
সেদিন সাঁঝে তোমার কাছে আর ;
অথচ প্রাণে গভীর তৃষ্ণা ছিলো
এবং প্রেমের লাজুক অঙ্গীকার।

হবেনা যাওয়া, হবেনা যাওয়া সখি
তোমার কাছে জীবনে বুঝি আর ;
তাই কি তোমার স্মৃতিকে খুঁজে-খুঁজে
হারিয়ে গেলো আমার সব, আমার সংসার।....

আপনমনে

১.

আপনমনে ভাবতে-ভাবতে
ভাবতে-ভাবতে
ভাবতে-ভাবতে যদি,
হঠাৎ পেরোই তোমার মনের ভালোবাসার নদী।
হঠাৎ যদি তোমায় আমি আলতোভাবে ছুঁই,
একটু ছুঁই
একটু ছুঁই
একটু যদি ছুঁই.......!

২.

আপনমনে গাইতে-গাইতে
গাইতে-গাইতে
গাইতে গাইতে যদি,
পেরিয়ে যেতাম তোমার মনের আবেগভরা নদী।
হঠাৎ যদি তোমায় আমি নরমভাবে ছুঁয়ে,
একটু ছুঁয়ে
একটু ছুঁয়ে
একটু যদি ছুঁয়ে,
হারিয়ে যেতাম তোমার মনের সুদূরে পথের বাঁকে—
তবে কি তুমি সাড়া দিতে আমার গানের ডাকে?

হায়, ভালোবাসা !

ভালোবাসা,

তোমার মুখ, তোমার মুখের ম্লান ছবি

মনে পড়লে

দুঃখ হয়, দুঃখ হয়..

দুই চোখে ফেটে জল আসে ;

করুণ পুরোনো দিন,

পুরোনো করুণ দিন,

দূর হ'তে ভেসে আসে অতীতের চেনা গন্ধ নিয়ে—

হাওয়া কাঁদে ভগ্নকণ্ঠে, দুঃখের রাত্রির সাক্ষী হাওয়া।

ভালোবাসা,

এই সব স্মৃতি আজ মনে পড়লো ধূসর সন্ধ্যায় :

যখন একাকী

ধূলোয় আকীর্ণ হ'য়ে গ্রামের রাখাল বালকেরা

ক্লান্ত পায়ে ফিরে এলো নিজ নিজ ঘরের দাওয়ায় ;

গাভীগুলো নতমুখী, হাম্বারব থেমেছে যখন,

যখন আকাশ জুড়ে ফুটে উঠলো

একটি দু'টি তিনটি ক'রে শত লক্ষ তারা,

তখন তোমার মুখ, তোমার মুখের ম্লান ছবি

মনে পড়লো, মনে পড়লো,

হায়, ভালোবাসা !!

আত্মজৈবনিক

আমার যৌবন ছিলো দু'কূল-প্লাবিত-করা বর্ষার পদ্মার মতো—
ভয়ঙ্কর উদ্দাম এবং টালমাটাল।
অবাধ্য শরীর কিছুতেই স্বাস্থ্যের শাসন মানতো না,
মন মানতো না নীতির অনুশাসন ;
অদম্য আনন্দে জীবনের খাড়ি বেয়ে-বেয়ে
এগোতে-এগোতে তা কেবলই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতো ;
এক-এক কদমে যেন পাড়ি দিতো শত লক্ষ সহস্র যোজন।

উত্তর চল্লিশে পৌঁছে আজ ভাবি : কোথায় হারালো
সেই উজ্জ্বল যুবক, যাকে ঘিরে অজস্র গুঞ্জন
এককালে শোনা যেতো ইতস্তত—বন্ধুমহলে,
কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ায়, কফি হাউসের মুখর সন্ধ্যায়,
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত চত্বরে
কিংবা ছোটোবড়ো নানা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের বৈঠকে।
আর, যার কানে এসে হঠাৎ-হঠাৎ পৌঁছোতো
হয়তো কোনো প্রবীণ কবির আকস্মিক উৎসাহিত বাণী।

কোথায়, কোথায় আজ সেদিনের যুবক সে-কবি ?

এইবার হঠাৎ একদিন আমার যৌবনের প্রেয়সী কলকাতাকে ছেড়ে
কোথাও পালিয়ে যাবো বহুদূরে, ফিরবো না আর কোনোদিন।
সবে-পাকতে-শুরু-হওয়া একমাথা এলোমেলো ঘন চুল নিয়ে
মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে,
মুগ্ধ দুই চক্ষু মেলে এক আকাশ তারা গুনতে-গুনতে,
হয়তো ঘুমিয়ে পড়বো অন্ধকার সেই ঘুমে—
যেই ঘুম থেকে কেউ কোনোদিনও জাগেনি কখনো।

আমার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে

আমার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে নিবিড় ভালোবাসার
নির্জন উপকূলে তোমাকে একান্তে পাই,
তোমাকে একান্তে পাই।
হৃদয়ে স্বপ্নের নদী যৌবনের কূলপ্লাবী অনন্ত ব্যথায়
উথালপাথাল হ'য়ে ছুটেছে ঘর-ভোলা বাউলের মতো,
গিয়ে মিশছে সৃষ্টির বিপুল সমুদ্র মোহানায়।

কেউ নেই আজ আমার কাছাকাছি ; কেউ নেই, কিছু নেই।
বাসনার সাতরঙা নৌকোখানিও আর টলছে না
দমকা হাওয়ায় ;
আমি আজ ব'সে আছি নিদারুণ দুঃখের সঙ্গমে।
চারদিক ক্রমশই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে,
একটি-দু'টি ক'রে পাখিকেরা ফিরে আসছে যার-যার ঘরে ;
ঘরে ফিরছে চতুর্দিক গোধূলির অস্পষ্ট আঁধারে।
দূরে-দূরে ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁঝিঁগুলো জ্বলছে নিভছে ..
নিভছে জ্বলছে। আর, ঝাউয়ের নিঃঝুম নিঃসঙ্গ কান্না
আমার অস্তিত্বের কান্নার সাথে
মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে।

আমি যাবো।   পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ভেসে-ভেসে
গিয়ে দেখে আসবো তোমার সে রূপকথা-দেশ,
যেখানে পাখির ডাকে ভোর হয়,
পাখির ডাকে সন্ধ্যা নেমে আসে।
(মনে-মনে এই ইচ্ছা এতদিন ছিলো।)
অথচ, আশ্চর্য, আজ ভালোবাসার তৃষ্ণা
আমার কাছে কী-দুঃসহ ঠেকছে !
এর দাহ আমি আর সইতে পারছি না, কইতে পারছি না।
এক-একবার যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চাচ্ছে ;
আর, কী জানি কেন, কেবলই মনে হচ্ছে :
এইবার আমি ঠিক মরে যাবো, মরে যাবো।
আর তারপর,
মরণের পরপারে,
বিমুগ্ধ ইচ্ছার লগ্নে,
হৃদয়ের স্বপ্নলোকে,
আমি তোমাকেই একান্তে ফিরে পাবো,
একান্তে ফিরে পাবো।...

নিসর্গ-পথিক

উত্তুরে হাওয়াও যখন তাকে ফিরিয়ে দিলো,
তখনও সে দক্ষিণে গেলো না—
সে কেবল নৈর্ঋত কোণের দিকে এগোতে থাকলো।

সেখানে ঝড়ের সংকেত ছিলো,
ছিলো বন্যার তাণ্ডব ;
একটা বিপুল বাত্যাবাহের সম্ভাবনায়
সে-দিকের স্বর্গ-মর্ত্য-চরাচর
বিস্ফারিত চক্ষু মেলে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত গুনছিলো ;
আর, গর্ভিণী প্রকৃতি যেন ঋতুবদলের প্রসবব্যথাকে
আপন অস্তিত্ব থেকে নিংড়ে-নিংড়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

অথচ, তবুও সে বিরত হলো না,
বিরতি নামলো না তার অবিরাম অবিশ্রাম পথিকবৃত্তিতে।
পথের গেরুয়া ধুলো,
গেরুয়া ধুলোর পথ,
অদৃশ্য মায়ায় বেঁধে
তাকে নিয়ে কেবলই ঘুরতে থাকলো
এদিকে ওদিকে, এপাশে ওপাশে, এখানে সেখানে।
উঁচুনিচু, ভাঙাচোরা, এবড়ো খেবড়ো মাটি,
কোদাল-কোপানো মাটি,
চাষীর-লাঙলে-চেরা জরাজীর্ণ মাটি,
রুক্ষ কাঁকরস্তূপে, খোয়াইয়ের অসমবিস্তার—
আর দূরে,
বহু দূরে,
যেন দিকচক্রবালরেখাকে ডিঙিয়ে
উর্মিল জলের ঢল,
(কিশোরী মেয়ের মতো ব্যাকুল, চঞ্চল ;)

কাশবন,

ঝাউবন,

সপ্তপর্ণীবন,

আম-জাম-কাঁঠালের পল্লবের ছায়া,

আর মায়া. ঘন মায়া.. অবগাঢ় মায়া.

তার তৃষিত দু'চোখের সামনে

যেন দুঃখিনী মায়ের জীর্ণ শাড়ির শীর্ণ আঁচল বিছিয়ে দিলো ।

তাই,

আর কোনোদিকে না গিয়ে

সে কেবল নিসর্গের দিকেই এগোতে থাকলো ।

নিসর্গের গান

(১)

নিসর্গের দিকে চেয়ে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা
ভোলা যায় ; আমাদের জীবনের গভীর ক্ষতের
আরোগ্যের মন্ত্র আছে নিসর্গের গভীরে নিহিত ।
এই সত্য মানি আমি সারাদেহ সারামন দিয়ে ;
সারাদেহ সারামন, সারামন সারাদেহ দিয়ে
এই সত্য জানি আমি, এই সত্য মানি, আমি মানি ।

আমাকে করুণা করো, হে আমার নিসর্গ জননী ।
পৃথিবীর পথে-পথে বহুদিন ঘুরে-ঘুরে আজ
ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আমি বড়ো
সমস্ত অস্তিত্বময় । মানুষের নির্মম সংসারে
বহু রাত বাস ক'রে আমি আজ বিচলিত বড়ো ;
বিচলিত, বিচলিত, আমি আজ বিচলিত বড়ো ।

অথচ জননী, তুমি বিচলিত চৈতন্যের গান
জাগিয়েছো সারাদেহ, জাগিয়েছো সারামন জুড়ে ;
শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, হৃদয়ের আনাচে-কানাচে
কী-বিপুল আলোড়ন, কী-বিপুল প্রাণময় ধ্বনি
তোলপাড় হ'য়ে ওঠে, যদি আমি শুধু একবার
দুই চক্ষু মেলে চাই নিসর্গের বিপুল প্রান্তরে ।

এবং হয়তো তাই পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে
কবিতা রচনা করা অনায়াসে এখনো সম্ভব ।
মানুষের যৌনতার চুরমার ক্ষুধিত পাষাণে
নিসর্গ এখনো তাই স্পর্শ করে প্রথম প্রেমের
সীমাহীন মমতায় ; জীবনের সব অন্ধকার
আলোর প্রতীক হ'য়ে ফুটে ওঠে নিসর্গের গানে ।

(২)

কী-গভীর শান্তি তোর অঙ্গে-অঙ্গে স্থির হ'য়ে আছে
নিসর্গ-জননী, জানি। আমি তোর স্নেহের ছায়ায়
আজন্মের ঋণ নিয়ে বেঁচে আছি জন্মলগ্ন থেকে।
মানুষেরা বড়ো হিংস্র, আমি জানি, দুঃখে পিপাসায়
সান্ত্বনার ঠাঁই নেই লোকালয়ে; স্নেহকণ্ঠে ডেকে
ভুলেও বলেনা কেউ 'এসো এসো, আমাদের কাছে'।

অথচ আরোগ্য আছে তোর ওই হৃদয়ের মাঝে
মানুষের জীবনের বেদনার -সমস্ত ক্লান্তির।
যদিও স্বভাবরুক্ষ মানুষেরা কখনো এ-ঋণ
স্বীকার করেনা, তবু তোর স্নিগ্ধ বেদনাবিহীন
কল্পলোকে ফিরে গেলে, মানবিক স্বপ্নের নিবিড়
শঙ্খধ্বনি তীব্র হ'য়ে প্রত্যেকের হৃদয়েই বাজে।

অস্তিত্বের অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণায় এই শতকের
নরনারী—বৃদ্ধ,যুবা, সকলেই চঞ্চল, অস্থির;
কী-এক অজ্ঞাত তৃষ্ণা বুকে নিয়ে দিনযাপনের
গ্লানি বয় প্রতিক্ষণ। লক্ষ্যভ্রষ্ট এই শতাব্দীর
অঙ্গে-অঙ্গে কালি জমে বঞ্চনার ক্ষোভে, দীর্ঘশ্বাসে;
ভ'রে গেছে স্বর্গমর্ত্য লুব্ধতার বিষাক্ত বাতাসে।

ফিরে যাবো হে জননী, আমি তোর স্নেহের আশ্রয়ে।
ফিরে যাবো পুনর্বার প্রাণে নিয়ে দীপ্ত আশাবাদ —
যেহেতু সান্ত্বনা আছে আমি জানি, শুধুমাত্র তোর
শান্তিময় দূরতীর্থে। তোর স্বপ্নে, চিন্তায়, বিভোর
যে হয়েছে একবার, সে পেয়েছে জীবনের স্বাদ;
দুঃখে ও অপ্রেমে শান্তি পেয়েছে সে সমস্ত সময়ে।

অবসান চাই আমি জীবনের

অবসান চাই আমি জীবনের, এই জীবনের
অবসান চাই আমি। অন্তর্গূঢ় সেই কামনায়
সমর্পিত দিনরাত্রি মুছে যাক, স্পন্দনের
সব চিহ্ন ধুয়ে যাক; অপ্রেমের গভীর ব্যথায়
নিজেকে রাঙাবো আমি, যেমন রাঙায় নীলাকাশ
দিনান্তের ম্লান সূর্য; আমি আজ মৃত্যুকেই চাই।
কারণ কবির কাছে জীবনের এই হতাশ্বাস
সহ্যের অতীত; (এত দুঃখ আর কিছুতেই নাই।)

অবসান চাই আমি জীবনের। নিষ্ঠুর ঈশ্বর,
কোন্‌খানে আছো তুমি? জগত ও জীবনের স্বাদ
বিস্মৃত হয়েছি আজ। কবিতার নিষ্কলুষ ঘর
ভেঙে গেছে সংসারের ক্রূরতায়। অতল বিষাদ
আমাকে করেছে বন্দী অন্ধকার সেই কারাগারে—
যেখানে কবিরা কাঁদে চিরদিন ব্যাপ্ত হাহাকারে।

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি
আকাশের দিকে। এই সমর্পিত আতুর আকাশ
সমস্ত শান্তির উৎস ; ধরিত্রীর ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
মধ্যরাতে ভেঙে পড়ে হাওয়া হ'য়ে সব দুঃখকামী
কবি ও শিল্পীর দেহে ; জীবনের ব্যাপ্ত অন্ধকারে
আলোর রূপক যেন ওই নীল আকাশের ছবি।
যত দেখি তত ডুবি আমি সেই তীব্র হাহাকারে,
দেখে দেখে মুগ্ধ হই ওই নীল শান্ত ভাবচ্ছবি।

অনেক ঘুরেছি আমি একাএকা স্বদেশে বিদেশে —
অনেক দুঃখের স্বাদ প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের মতো
জীবনে পেয়েছি আমি। হৃদয়ের গভীরে অক্লেশে
বিষ জমা ক'রে গেছি ; দুঃখ আছে, দাহ আছে যত,
সমস্ত নিয়েছি বুকে, বুক পেতে একাএকা ; একা
লুকিয়ে রেখেছি প্রাণে আকাশের দীর্ঘ স্বপ্নরেখা।

হলুদ করবী

হলুদ করবী ছিলো বনের বাগানে।
বনের বাগানে নয়, মনের বোঁটায়
ফুটেছিলো যেই ফুল, তার গানে-গানে
জীবন মধুর আজ বিধুর সন্ধ্যায়।

এখন জীবন বড়ো মৃদুমন্দ লয়ে
ক্রমাগত ব'হে যায় অন্তিমের দিকে;
এবং মূল্যের বোধ ক্রমে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে
নতুন ব্যাখ্যাকে খোঁজে সত্যের নিরিখে।

এখন গোধূলিলগ্ন আমার আয়ুর;
তথাপি আনন্দে আছি দক্ষিণা বায়ুর
স্পর্শ নিয়ে চোখেমুখে, স্পর্শ নিয়ে প্রাণে—
যেহেতু করবী আজো মনের বাগানে
যথারীতি ফুটে আছে গন্ধ বুকে নিয়ে
আমার জীবনপাত্র সুধায় প্লাবিয়ে।

রূপতৃষ্ণা

এ সেই রূপের তৃষ্ণা। ওরে কালো মেয়ে,
তোর ওই দীর্ঘ আঁখিপল্লবের চেয়ে
আর তো দেখিনা কিছু বেশি মনোহর ;
তোর ওই অন্ধকার শরীরের ঝড়
আমাকে উন্মাদ করে প্রতি দিনরাত ;
তোর ওই মদালস রূপের প্রপাত
হিরণ্ময় হ'য়ে ঝরে অস্তিত্বে আমার ;
আমার তৃষ্ণায় তাই নেই পারাপার।

এ সেই রূপের তৃষ্ণা। ওরে বোকা মেয়ে,
তাই তোকে ভেবে-ভেবে দুই চক্ষু ছিঁড়ে
অশ্রুর শ্রাবন নামে ; স্মৃতির রতন
প্রাণে ব'য়ে ভুলে-যাওয়া শোকের মতন
উদয়াস্ত ঘুরে মরি জনারণ্যে, ভিড়ে --
তোকে খুঁজে, তোকে খুঁজে, ওরে ভীরু মেয়ে।

কথা দাও

ওদিকে যাবেনা আর, কথা দাও, যেদিকে পাহাড়
ক্রমশ উত্তুঙ্গ হ'য়ে মিশে গেছে স্থির নীলিমায়—
অথবা ভৌতিক কোনো জলাভূমি সানুদেশে যার
আচ্ছন্ন স্বপ্নের মতো বেঁচে আছে, মৃত্যুর তৃষ্ণায়।

ওদিকে যাবেনা আর কোনোদিনও, কথা দিতে হবে
আমাকে তোমার আজ ; কেননা সমূহ সর্বনাশ
অন্যথায় অনিবার্য। এবং সে ঘূর্ণিত রৌরবে
দিগ্বিদিক পূর্ণ হবে, পূর্ণ হবে ক্ষুধিত বাতাস
ভয়ঙ্কর হাহাকারে, যদি তুমি ওই দিকে যাও
আমাকে একাকী ফেলে আকম্বাসী বিপুল আঁধারে
যৌবনের মধ্যযামে, সব স্মৃতিপবনের নাও
যখন সৃষ্টির স্বপ্নে ফিরে আসে আজও বারেবারে।

অতএব কথা দাও, ওদিকে যাবেনা তুমি আর—
যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সম্মোহন মৃত্যুর পাহাড়।

উপলব্ধি

কিছুই আশ্চর্য নয়, পৃথিবীতে সমস্ত সম্ভব।
যতই অলীক ব'লে মনে হোক, অন্তিম নিয়তি
দিবসরাত্রির সব বিবর ও কলুষিত রীতি
ক্রমশ উজ্জ্বল ক'রে রেখে যায় শোকের বৈভব।
বৃথা নয়, অশ্রুপাত বৃথা নয়; দুঃখের সমীপে
উপনীত প্রতিক্ষণ আমাদের ঘৃণা-ক্লান্তি-ভয়
মমতার ছলনায়।

কী-আশ্চর্য, যজ্ঞের বিজয়-
চিহ্নের মশাল তবু প্রজ্বলন্ত তৃষ্ণার প্রদীপে।
অথচ নিবৃত্তি নেই অন্তহীন এই প্রবৃত্তির;
আকাঙ্ক্ষার আরণ্যক অন্ধকারে শ্বাপদের ক্ষুধা
রেখেছে বিমূঢ় ক'রে চৈতন্যের বিদীর্ণ বসুধা।
ইচ্ছার স্রোতের টানে উন্মত্ত উদ্দাম, অস্থির
আমরা সবাই; তবু জীবনের অপূর্ণ প্রবাহ
একভাবে ব'হে চলে বুকে নিয়ে তীব্র মর্মদাহ।

একান্তে

বুড়ো বটগাছটার ঘনশ্যাম ছায়ার নিচে
অন্তহীনতার রহস্য নিয়ে সাদা এক নদী
একলা বইছে, বইছে কালো বাতাস ;
স্নিগ্ধতা তার সর্বাঙ্গে, রোদের স্নেহের মতো।
কার ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর শুনে-শুনে
স্মৃতি দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে
হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো তার প্রত্যাশার সর্বস্বতা নিয়ে ?
আর, বটগাছটার পাতায়-পাতায়
একটানা গম্ভীর মর্মর করুণায় প্রতিমূর্ত যেন।
আর, অন্যদিকে এক চিরকিশোরের
রূপময় দু'টি শান্ত অপরূপ চোখ
ওই বুড়ো বটগাছটার নিবিড় ছায়াকে ভালোবেসে
সব কিছু ভুলে গেছে ;
তাই প'ড়ে আছে নদীকূলে,
প'ড়ে আছে একান্তে।....

স্মৃতিস্নান

আমার মনের অতল গভীরে
তোমার অনন্য স্মৃতির নীরব উপস্থিতি
আজও কী দুঃসহ যন্ত্রণা ছড়ায়।
অকূল দিগন্ত জুড়ে অন্ধকার ঘন কালো মেঘ
ঢেকে দ্যায় হিমনীল মনের আকাশ ;
আর,
দীপ্ত চেতনার উত্তাল সমুদ্রে
আনে কী-যে প্রমত্ত জোয়ার।

রক্ত আর স্বেদে ভেজা অগ্নিগর্ভ দিন
আর তীব্র অবসাদে উদ্‌ভ্রান্ত রাত
পাড়ি দিয়ে
তাইতো এখনো আমি
তোমার স্মৃতির হ্রদে নেমে স্নান করি ;
স্নান ক'রে ধন্য হই
এবং পবিত্র।

স্মৃতি

রক্তের গভীর জুড়ে স্মৃতি শুধু কথা ব'লে যায়।

অন্ধকার আর্তনাদে দুই তীর ভেঙে-ভেঙে নদী
যেমন ক্রমশ ছোটে নিরুদ্দেশ মোহানার দিকে,
সমস্ত স্মৃতিও তেমনি অন্তহীন আশা-নিরাশার
জন্মের মুহূর্ত থেকে মরণের সীমান্ত অবধি
নিরুচ্চারে ব'হে যায় অবগাঢ় দুঃখের নিম্নগে।

এইমতো বেঁচে থাকা স্মৃতি নিয়ে বুকের গুহায়,
এইভাবে আয়ুক্ষয় দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-অনুপলে,
অনর্থক আত্মহত্যা, বিপরীত বিক্ষোভে বীপ্সায়
মাঝে-মাঝে বড়ো তীব্র বেদনায় শোক হ'য়ে জ্বলে
বিপন্ন অস্তিত্ব বোধে ; মনে হয় ঃ প্রতিটি প্রহর
ছিঁড়েখুঁড়ে ফ্যালে যেন স্মৃতিগাঢ় যন্ত্রণার ঝড়।

অথচ মানুষ তবু এই গ্রহে স্মৃতি রেখে যায়—
রেখে যায় কিছু ঋণ পিছে ফেলে গান্ধার রীতিতে ;
কেননা মানুষ আজও মানুষীকে প্রগাঢ় প্রীতিতে
কাছে টেনে, বুকে বেঁধে, তৃপ্ত করে হৃদয়ের সাধ ;
যদিও অন্তিম সত্য এই বিশ্বে অনন্ত বিষাদ।

বিক্ষত সত্তাকে নিয়ে ব'সে আছি স্মৃতির পৈঠায়।

॥ প্রাক্তনী ॥

পুনর্লিখিত কয়েকটি কৈশোরিক কবিতা

পুরোনো

আকাশ-বাতাস-নদী,
পৃথিবীর আবর্ত্তন,
সুখ-দুঃখ-ঘৃণা-প্রেম,
সবই পুরোনো—
বহু লক্ষ বছরের পুরোনো।

আবার এরাই কিন্তু নতুন—চিরনতুন।

তাই আজ
মাঝে-মাঝে মনে হয়ঃ
পরিচিত পৃথিবীতে
পুরোনো ব'লে কিছু নেই ;
না, পুরোনো ব'লে কিছুই হয়না।

প্রথম লেখন : ১৩৫৯
পুনর্লেখন : ১৩৮৬

কবিতার জয়

তারপর কী-করুণ দৃশ্যখানি প্রতিভাত হ'লো
হৃদয়ের আকাশে আমার !
দিনান্তের দিগন্তের বেদনার স্পর্শে ছলোছলো
দুই চোখ প্লাবিত আমার ।

চারিদিক মগ্ন হ'লো গোধূলির শান্ত রূপধ্যানে—
শুরু হ'লো শিশিরের ঝরা ;
সব ক্ষতি ভুলে গিয়ে এই প্রাণ দুর্নিবার টানে
প্রকৃতির প্রাণে দিলো ধরা ।

সুখ-দুঃখ-ঘৃণা-ভয় সব কিছু এক হ'য়ে এলো,
শান্ত হ'লো প্রমত্ত প্রহর ;
আমার অশান্ত মন অলৌকিক লগ্নে খুঁজে পেলো
কবিতার আলোকিত ঘর ।

প্রথম লেখন : ১৩৫৭
পুনর্লেখন : ১৩৮৬

কবিতা-কণিকা

১। দহন

সারাজীবন তোমার প্রাণে আগুন,
সারাজীবন আমার প্রাণে আগুন,
ধূপের মতো জ্বলছি যেন দুজনায়।

ধূপের মতোই জ্বলতে হবে দু'জনায়।

২। আয়না

সমস্ত রাত তোমার চোখে আয়না,
সমস্ত দিন আমার চোখে আয়না,
সমস্তক্ষণ দু'জনেরই চোখে আয়না।

হঠাৎ আহা, করুণ স্মৃতি তীর হ'য়ে আয়না ভাঙে কেন ?

৩। দ্বৈত

সারাটি দিন স্মৃতির কানে কথা বলা,
সারাটি রাত স্মৃতির বুকে কথা শোনা,
দিনে ও রাতে স্মৃতিকে নিয়ে স্বপ্ন বোনা।

জীবন যেন দ্বৈত স্মৃতির নরম মাটি মাড়িয়ে চলা।

প্রথম লেখন : ১৩৫৯
পুনর্লেখন : ১৩৮৭

দূরতমা

এ-জীবনে যাকে আমি কেবলই খুঁজে বেড়াই,
সে যে আমারই বেদনার অনুশোচন গান ।
আমি যে কেবলই তাকে হৃদয়ে পেয়ে হারাই—
সে যে আমারই চেতনার গহনতম প্রাণ ।

আমি যে আকাশে দেখেছি কালো মেঘের ভিড়,
আমি যে দেখেছি শুধু অকালপ্রলয় জাগে,
আমি যে তাকেই খুঁজে ভেঙেছি আপন নীড়,
আমি যে তাকেই খুঁজি উদাস গোধূলিরাগে ।

সে যে আমারই শ্রাবণের সজল উচ্ছ্বাস,
সে যে আমারই জীবনের হারানো সেই ঘর,
সে যে আমারই ভুবনের ব্যথিত বারোমাস,
সে যে আমারই কামনার ক্ষুধিত ঈশ্বর ।

তাইতো খুঁজেছি তাকে একান্ত নিজ সুরে,
তাইতো বেঁধেছি তাকে দুরন্ত বাহুডোরে,
তাইতো দেখেছি তাকে দিগন্তে বহুদূরে,
তাইতো চেয়েছি তাকে অনন্ত মায়াঘোরে ।

প্রথম লেখন : ১৩৬০
পুনর্লেখন : ১৩৮৭

অন্তর্গতী

আমি যেন নভোচ্যুত কোনো এক মৌন বাজপাখি।

খুঁজে-খুঁজে অস্তিত্বের চতুর্ধারে গভীর পরিখা
এবং হৃদয়ে জেলে যৌবনের অনির্বাণ শিখা
অন্ধকার লগ্নে আমি অভীপ্সায় মগ্ন হ'য়ে থাকি।

বর্ষার পদ্মার মতো চেতনার কূলপ্লাবী হ্রদে
প্রত্যাশার ঢেউগুলো কী-উত্তাল! ভেঙে-ভেঙে পড়ে;
ভাঙে কূল, ভাঙে ভুল। অন্ধকার আকাঙ্ক্ষার ঝড়ে
দিবা-স্বপ্ন ভেঙে গেলে মত্ত হই মরণের মদে।

তবুও নির্মম রাত্রি মেখে স্নিগ্ধ দু'চোখে কাজল
আসে না তো দৃষ্টি জুড়ে রূপজীবী জরতীর মতো—
দ্যায়না দ্যায়না ধরা তৃষ্ণাতুর প্রাণে অবিরত
বাসন্তিক ভাবনাতো, দুই হাতে সাজিয়ে মাদল।

তাই আমি বিদ্ধ হই যন্ত্রণার সুতীক্ষ্ণ সায়কে
অহর্নিশ; বন্দী তাই আকাঙ্ক্ষার রেখাঙ্কিত বৃত্তে।
অনাহত বাসনার অন্তহীন হাহাকারে, নৃত্যে
মৃত্যুর দিগন্ত খুঁজি,—বিদ্ধ হই অনঙ্গ-সায়কে।

প্রথম লেখন : ১৩৬০
পুনর্লেখন : ১৩৮৮

কোথায় হারিয়ে গেলো

কোথায় হারিয়ে গেলো সেই সব উচ্ছলাত দিন,
জীবনের আনন্দের কূলপ্লাবী দুলে-দুলে যারা
ফুলেছিলো একদিন অনিরুদ্ধ আবেগের ঢেউ ?
সে-দিনের কোনো স্মৃতি মনে গেঁথে রাখেনি তো কেউ।
তবু আমি একাএকা পাড়ি দিয়ে কালের সাহারা
খুঁজে ফিরি সেই সব দিনকেই, আজও, অন্তহীন।

কোথায় হারিয়ে গেলো সেই সব উন্মুখর রাত,
সত্তার গহনে যারা একদিন মুক্তি দিতো এনে
মরণের অন্ধকারে জীবনের আলোকের সুরে ?
সেই সব রাত্রিগুলো চ'লে গেছে উধাও সুদূরে
একদার অভিনয়ে সর্বশেষ যবনিকা টেনে।
আজ শুধু দেহমন কেটে চলে স্মৃতির করাত।

একদার সেই সব প্রাণবন্ত রাত্রি আর দিন—
আজ ভাবি : একে-একে হ'য়ে গেলো কোথায় বিলীন !

প্রথম লেখন : ১৩৬০
পুনর্লেখন : ১৩৮৮

যেখানে এখনো আছে

যেখানে এখনো আছে রূপালীর আঁকাবাঁকা ঢেউ,
সোনালীর মায়াখেলা দিনান্তের নির্মেঘ আকাশে,
যেখানে শিশির ঝরে নভনীল উষার আভাসে —
কোনোদিন পথ ভুলে তোমরা কি গেছো সেথা কেউ ?

যেখানে এখনো আছে নীলকণ্ঠ পাখিদের ভিড়,
মরকতে গড়া রাত গজমোতি-গড়া যেথা দিন,
যেখানে এখনো আছে মায়াদক্ষ সোনার হরিণ,
কখনো কি গেছো কেউ সেই দেশে, ছায়া-সুনিবিড় ?

যেখানে এখনো আছে যূথি হেনা করবী শিমুল,
ডাহুক ডাহুকী যেথা ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে,
যেখানে পিপাসা মেটে কাকচক্ষু পুকুরের জলে,
কেউ কি দেখেছো কিছু রূপস্নিগ্ধ সে-দেশের ফুল ?

যেখানে এখনো আছে শত স্বপ্ন হ'য়ে স্মৃতিলীন,
যেখানে এখনো জাগে উদয়াস্ত অগণন গান,
এখনো যেখানে গেলে উদাসীন হ'য়ে যায় প্রাণ,
যদি পারো, তবে সেথা তোমরাও যেও কোনোদিন ।

প্রথম লেখন : ১৩৬১
পুনর্লেখন : ১৩৮৯

কবিতা-চতুষ্ক

(১) মনে পড়া

আমার হৃদয়ে আছে আজও সেই তপ্ত মরুভূমি।

তাই আমি পথ হাঁটি, বাসনার পথে আজও হাঁটি ;
তবু যেন মাঝে-মাঝে মনে হয় : স'রে যায় মাটি
দু'পায়ের তলা থেকে ; কোনোদিনও কখনো কি তুমি
এমনটি অনুভব করেছিলে কোনো তীব্র ক্ষণে ?

থেকে থেকে সব কিছু এখন পড়ছে শুধু মনে।

(২) তোমার জন্য একটি প্রশ্ন

চ'লেই যদি যাবে, তবে কেন এলে, কেন এলে,
ভালোবাসার তরী আমার ডুবিয়ে কেন গেলে ?

চ'লেই যদি যাবে, তবে কেন এলে, কেন এলে,
সুদূর হ'তে হৃদয় ছুঁয়ে কাঁপিয়ে কেন গেলে ?

চ'লেই যদি যাবে, তবে কেন এলে, কেন এলে,
অনুরাগের সোনার ফুলে সাজিয়ে কেন গেলে ?

(৩) জন্মের রহস্য আছে মৃত্যুর আঁধারে হ'য়ে লীন

জন্মের রহস্য আছে মৃত্যুর আঁধারে হ'য়ে লীন।
তাইতো নিশীথ লগ্নে জেগে উঠে আমি প্রতিদিন
কল্পলোকে দৃষ্টি মেলি ; আর, দীর্ঘ স্মৃতির রাস্তায়
বিগত জন্মের চেনা মানুষেরা পথ হেঁটে যায়।

বিস্ময়ে অবাক হই ; তবু যেন আরেক বিস্ময়
বিমূঢ় চেতনা ঢাকে ঘন কুয়াশায়। মৃত্যুময়
মগ্ন স্বরে বেজে উঠে হৃদয়ের স্তব্ধ বেহালায়
বিগত জন্মের স্মৃতি এ-জীবন স্পর্শ ক'রে যায়।

(৪) মানুষের ইতিহাস

মানুষের ইতিহাস, সে কি শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণায় ভরা ?
জীবনসন্ধ্যায় দ্যাখো প্রত্যেকেরই দেহমনে নেমে আসে জরা।
মরণের অন্ধকারে নিভে যায় জীবনের শেষতম আলো—
তবু কেন মানুষেরা মানুষীরা পৃথিবীকে বাসে এত ভালো ?

অনন্ত নয়কো মোটে এর অর্থ অনুধ্যানী আমার হৃদয়ে ;
তাইতো বিমুগ্ধ আমি পৃথিবীতে মৃত্যুহীন জীবনের জয়ে।
দুঃখের রহস্য আছে সুপ্ত হ'য়ে আনন্দের বিভঙ্গে বিতালে ;
মানুষের ইতিহাস তাই আজও সৃজ্যমান কালের খেয়ালে।

প্রথম লেখন : ১৩৬১
পুনর্লেখন : ১৩৮৯

ঝড়ের পরে

মেঘের চিহ্নও নেই আকাশের কোনোখানে আর—
পাখিগুলো ডানা মেলে উড়ে যায় দূরে…বহুদূরে ;
মেতে ওঠে গানে-গানে। তবু এক তীব্র ব্যথাভার
জ'মে আছে প্রত্যেকেরই হৃদয়ের গুপ্ত অন্তঃপুরে।

ঝড় শেষ, বৃষ্টি নেই। চারিদিক সোনালী আলোকে
স্নান ক'রে ঝলমল। দুই চক্ষু যত দূরে যায়
শুধু আলো, শুধু আলো। আমাদের দুঃখ-তাপ-শোকে
এই আলো স্থির শান্তি, বিষাদেও আনন্দ ছড়ায়।

তবু আছে অন্য চিহ্ন। ভয়াল সে-ঝড়ের স্বাক্ষর
জেগে থাকে দিকে-দিকে। কত গোলা আর বাড়িঘর
এই ঝড়ে চিহ্নহীন, গরু আর মহিষের দল
মৃত্যুলীন, অবলুপ্ত চাষীদের অন্তিম সম্বল।

এখন থেমেছে ঝড়। জটায়ুর পাখা ঝাপ্‌টানি
এবার হয়েছে শেষ। বিসর্পিল পথের ওপরে,
মাঠে, বনে, শস্যক্ষেত্রে আর দীর্ণ মৃত্তিকার ঘরে
জেগে আছে শুধু তার ভয়াবহ স্মৃতি-চিহ্নখানি।

প্রথম লেখন : ১৩৬১
পুনর্লেখন : ১৩৭০
